

এক নজরে বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থা:

⇒ সংস্থা/সংগঠন : ফিফা

প্রতিষ্ঠাকাল : ২১ মে ১৯০৪

সদর দপ্তর : জুরিখ, সুইজারল্যান্ড

সদস্য সংখ্যা : ২০৮

⇒ সংস্থা /সংগঠন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৫ জুন ১৯০৯

সদর দপ্তর : দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত

সদস্য সংখ্যা : ১০৪

⇒ সংস্থা /সংগঠন : আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩ জুন ১৮৯৪

সদর দপ্তর : লুজান, সুইজারল্যান্ড

সদস্য সংখ্যা : ২০৫

⇒ সংস্থা /সংগঠন : এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৫৪

সদর দপ্তর : কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া

সদস্য সংখ্যা : ৪৬

⇒ সংস্থা /সংগঠন : এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৮৩

সদর দপ্তর : কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া

সদস্য সংখ্যা : ২২

⇒ সংস্থা /সংগঠন : আন্তর্জাতিক অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯১২

সদর দপ্তর : মোনাকো

সদস্য সংখ্যা : ২১২

⇒ সংস্থা /সংগঠন : আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন

প্রতিষ্ঠাকাল : ৭ জানুয়ারি ১৯২৪

সদর দপ্তর : লুজান, সুইজারল্যান্ড

সদস্য সংখ্যা : ১২৭

⇒ সংস্থা /সংগঠন : আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশন

প্রতিষ্ঠাকাল : ১১ জুলাই ১৯৪৬

সদর দপ্তর :

সদস্য সংখ্যা : ১৫৯

⇒ দর্শক ধারণ ক্ষমতায় বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়াম

--ইন্ডিয়ানাপোলিস স্পিডওয়ে স্টেডিয়াম অবস্থান স্পিডওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠা ১৯০৯ ধরন রেস ধারণ ক্ষমতা ২,৫০,০০০ জন।

⇒ দর্শক ধারণ ক্ষমতায় বিশ্বের বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়াম

--বংগাডো মে ডে স্টেডিয়াম অবস্থান পিয়ংইয়ং, উত্তর কোরিয়া ধারণ ক্ষমতা ১,৫০,০০০ জন।

ক্রিকেট এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

⇒ ক্রিকেট খেলার জন্ম : ইংল্যান্ডে।

⇒ ক্রিকেট খেলা শুরু হয় : ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

⇒ পিচ : ক্রিকেট খেলার মাঠের মাঝখানে ২২ গজ লম্বা ও ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া সস্তান।

⇒ সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড প্রবর্তন করা হয় : ১৯৩৮ সালে।

⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয় : ১৯৭৫ সাল থেকে।

⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয় : ৪ বছর পর পর।

⇒ ক্রিকেট খেলায় প্রতি দলে খেলোয়াড় থাকে : ১১ জন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (ICC)

⇒ ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম : আইসিসি (ICC)।

⇒ ICC-এর পূর্ণ সদস্য দেশ : ১০টি। যথা : অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশ।

⇒ ICC-এর পূর্ণরূপ : International Cricket Council.

⇒ ICC-প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৫ জুন ১৯০৯।

⇒ ICC-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম : Imperial Cricket Conference.

⇒ ICC-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদর দপ্তর ছিল : লর্ডসের ব্লক টাওয়ার, লন্ডন।

⇒ ICC-এর বর্তমান সদর দপ্তর : দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

⇒ ICC-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য : ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

⇒ বর্তমানে ICC-এর মোট সদস্য : ১০৪টি।

⇒ ICC-এর সহযোগী সদস্য : ৩৪টি।

⇒ ICC-এর এফিলিয়েটেড সদস্য : ৬০টি।

⇒ আইসিসির প্রেসিডেন্ট

--বর্তমানে শারদ পাওয়ার : ১ জুলাই ২০১০ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে আইসিসির প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন।

--ভবিষ্যতে আইসিসির প্রেসিডেন্ট : এলান ইসাক ১ জুলাই ২০১২ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

⇒ আইসিসির প্রধান নির্বাহী

--বর্তমানে ঘরান লরগাত : ৪ এপ্রিল ২০০৮ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে আইসিসির প্রধান নির্বাহী হিসেবে কর্মরত আছেন।

⇒আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি

--আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফির প্রথম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় : ঢাকায়, ১৯৯৮ সালে।

--আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফির প্রথম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় : দক্ষিণ আফ্রিকা।

--আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফির পূর্বনাম : আইসিসি নকআউট টুর্নামেন্ট।

--২০০২ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় : আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

--সপ্তম আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অনুষ্ঠিত হবে : ২০১৩ সালে, ইংল্যান্ডে।

--ষষ্ঠ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অনুষ্ঠিত হয় ২২ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর ২০০৯ সাল, ভেন্যু দক্ষিণ আফ্রিকা, বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া।

--বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশগ্রহণ করে : ২০০০ সালে।

⇒আইসিসি এওয়ার্ড

--প্রথম আইসিসি এওয়ার্ডে বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হন : রাহুল দ্রাবিড় (ভারত)।

--২০১০ সালের আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি পারফর্মার নির্বাচিত হন : ব্রেন্ডন ম্যাককালাম (নিউজিল্যান্ড)।

--২০১০ সালের আইসিসির বর্ষসেরা মহিলা ক্রিকেটার নির্বাচিত হন : শেলি নিটশেক (অস্ট্রেলিয়া)।

--২০১০ সালের আইসিসির বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটার নির্বাচিত হন : স্টিভ ফিন (ইংল্যান্ড)।

--২০১০ সালের সেরা গতিময় ক্রিকেট দলের নাম : নিউজিল্যান্ড।

⇒আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই

--আইসিসি ক্রিকেট শুরু হয় : ১৯৭৯ সালে (চ্যাম্পিয়ন শ্রীলংকা)।

--বাংলাদেশ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হয় : ১৯৯৭ সালে (সহযোগী সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৭ সালে)।

--আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই ট্রফির পূর্বনাম : আইসিসি ট্রফি।

--২০০৯ সালে আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই-এ চ্যাম্পিয়ন হয় : আয়ারল্যান্ড (রানার্সআপ কানাডা)।

--২০০৯ সালের মিশেল জনসন বর্ষসেরা ক্রিকেটার, টেস্টে গৌতম গম্ভীর ও ওয়ানডে মাহেন্দ্র সিং ধোনি।

--২০১০ সালের শচীন টেন্ডুলকার বর্ষসেরা ক্রিকেটার, টেস্টে বিরেন্দ্র শেওয়াগ, ওয়ানডে এবি ডি ভিলিয়াস।

টেস্ট ক্রিকেটের তথ্যঃ

- ➡ প্রথম টেস্ট ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয় : ১৫-১৭ মার্চ ১৮৭৭, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে।
- ➡ বর্তমান বিশ্বে টেস্ট খেলুড়ে দেশের সংখ্যা : ১০টি; ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও বাংলাদেশ। তবে ১৮ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে জিম্বাবুয়ের টেস্ট স্ট্যাটাস স্তগিত রাখা হয়েছে।
- ➡ সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান : মোঃ আশরাফুল, বাংলাদেশ (১৬ বছর ২৬৪ দিন)।
- ➡ সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট খেলেন : পাকিস্তানের হাসান রাজা (১৪ বছর ২৮৭ দিন বয়সে)।
- ➡ টেস্টে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস : ৯৫২ রান (শ্রীলংকা করে ভারতের বিরুদ্ধে)
- ➡ টেস্টে এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান : নিউজিল্যান্ডের (২৬ রান)।
- ➡ টেস্টে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক : ব্রায়ান চার্লস লারা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ (অপরাজিত ৪০০ রান করেন)।
- ➡ টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক সেঞ্চুরিয়ান : শহীন টেন্ডুলকার (ভারত)।
- ➡ টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ম্যাচে জয়ী : অস্ট্রেলিয়া।
- ➡ টেস্ট ক্রিকেটে সর্বপ্রথম হ্যাটট্রিক করেন : অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্পোফোর্থ (১৮৭৮-৭৯)।
- ➡ টেস্ট ক্রিকেটে এ পর্যন্ত হ্যাটট্রিক হয়েছে : ৩৭টি (জুন ২০১০ পর্যন্ত)।
- ➡ টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ গড় রান : ডন ব্রাডম্যানের (৯৯.৯৪)।
- ➡ টেস্টে প্রথম ৫০০ উইকেট লাভ করেন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোর্টনি ওয়ালস।
- ➡ টেস্টের এক ইনিংসে সেরা বোলিং : ইংল্যান্ডের জিম লেকার (১০/৪৮)।
- ➡ এক ইনিংসে দশ উইকেট প্রাপ্ত অন্য খেলোয়াড় : ভারতের অনিল কুম্বলে।
- ➡ টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান : ভিভ রিচার্ডস (৫৬ বলে, ১৯৮৬ সালে)।

ওয়ানডে ক্রিকেটের তথ্যঃ

- ⇒ ওয়ানডে ক্রিকেটের প্রস্তাবক সংসত্তা : মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি)।
- ⇒ একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ সর্বপ্রথম হয়েছিল : অস্ট্রেলিয়ায়।
- ⇒ ওয়ানডে ও টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রাহক : মুন্ডিয়া মুরালিধরন, শ্রীলংকা।
- ⇒ ওয়ানডে ও টেস্টে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক : শচীন টেডুলকার, ভারত।
- ⇒ একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ শুরু হয় : ৫ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে।
- ⇒ একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরি করেন : জয়সুরিয়া (১৭ বলে), শ্রীলঙ্কা।
- ⇒ ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বনিম্ন স্কোর করে : জিম্বাবুয়ে (৩৫ রান), শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে।
- ⇒ একদিনের ক্রিকেটে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক : শচীন টেডুলকার, ২০০* (ভারত)।
- ⇒ ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বাধিকবার ম্যান অব দ্য ম্যাচ ও ম্যান অব দ্য সিরিজ নির্বাচিত হন : শচীন টেডুলকার (ভারত)।
- ⇒ একদিনের ক্রিকেটের সেরা বোলিং : ৮/১৯ রানে (চামিন্দা ভাস, শ্রীলঙ্কা)।
- ⇒ একদিনের ক্রিকেটে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন : জালাল উদ্দিন, পাকিস্তান

বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের তথ্যঃ

- ⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ৬০ ওভারের খেলা প্রচলিত ছিল : ১৯৭৫, ১৯৭৯ ও ১৯৮৩।
- ⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেট থেকে ৫০ ওভারের ম্যাচ খেলা প্রচলন হয় : ১৯৮৭।
- ⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন : স্টিফেন ফ্লেমিং (নিউজিল্যান্ড), ২৭টি।
- ⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণকারী সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় : তালহা জুবায়ের (বাংলাদেশ); বয়স ১৭ বছর ৭০ দিন।
- ⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণকারী বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় : নোলান ক্লার্ক (বারবাডোস), ৪৭ বৎসর ২৯৭ দিন।
- ⇒ প্রথম বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৭৪ বলে ৩৬ রান করেন : সুনীল গাভাস্কার।

⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ইতিহাসে ড্রাগ সেবনের দায়ে বহিষ্কৃত হওয়া প্রথম ক্রিকেটার : শেন ওয়ার্ন।

⇒ বিশ্বকাপে কার এক ওভারে ৬টি ছক্কা অর্থাৎ ৩৬ রান করেন : দক্ষিণ আফ্রিকার হার্শেল গিবস; নেদারল্যান্ডসের ডান ভ্যান বাঙ্গি (২০০৭ সালে)।

⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম নার্সিস ৯৯ রানে আউন হন : অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।

⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ম্যাচ রাজনৈতিক কারণে অনুষ্ঠিত হয়নি : ৩টি (২০০৩ সালে ইংল্যান্ড জিম্বাবুয়েতে এবং ১৯৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ শ্রীলংকায় খেলতে যায়নি)।

⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে টানা ৪ বার আম্পায়ারিং করেন : স্টিভ বাকনর (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)।

⇒ বিশ্বকাপের ইতিহাসে যে দেশ টানা বেশি ম্যাচ জয়লাভ করেন : অস্ট্রেলিয়া।

⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এ পর্যন্ত দেশ অংশগ্রহণ করেছে : ১৯টি।

⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক

--বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন : চেনন শর্মা (ভারত)।

--বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পরপর ৪ বলে ৪টি উইকেট নেন : ল্যাসিথ মালিঙ্গা (শ্রীলংকা)।

--বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম এক ওভারে ৪টি উইকেট পান : চামিন্দা ভাস (শ্রীলংকা)।

⇒ ৯ম বিশ্বকাপ : অনুষ্ঠিত হয় ১১ মার্চ-২৮ এপ্রিল ২০০৭, স্বাগতিক দেশ ওয়েস্টইন্ডিজ, চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া, রানার্সআপ শ্রীলংকা, বিজয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং, সর্বাধিক রান ম্যাথু হেইডেন (৬৫৯) রান, সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারী গ্লেন ম্যাকগ্রা (২৬টি) ও অংশগ্রহণকারী দল ১৬।

⇒ ১০ম বিশ্বকাপ ২০১১ : স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা এবং অংশগ্রহণকারী দল ১৪।

⇒ ১১তম বিশ্বকাপ ২০১৫ : স্বাগতিক দেশ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

⇒ ১২তম বিশ্বকাপ ২০১৯ : স্বাগতিক দেশ ইংল্যান্ড।

⇒ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মাসকট

--২০১১ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মাসকট স্ট্যাম্পি।

⇒ মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট

--প্রথম মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৭৩ সালে (চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড)।

--২০০৯ সালে নবম মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন : ইংল্যান্ড।

--২০১৩ সালে দশম মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে : ভারতে।

টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট এর তথ্যঃ

⇒ প্রথম স্বীকৃত টুয়েন্টি ২০ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় : ২০০৫ সালে (অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে)।

⇒ প্রথম টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয় : ১১-২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭, দক্ষিণ আফ্রিকা।

⇒ আন্তর্জাতিক টুয়েন্টি২০ ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরিয়ান : ক্রিস গেইল (২০০৭)।

⇒ আন্তর্জাতিক টুয়েন্টি২০ ক্রিকেটে প্রথম হ্যাটট্রিককারী বোলার : ব্রেট লি (২০০৭)।

⇒ তৃতীয় টুয়েন্টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন : ইংল্যান্ড (রানার্সআপ অস্ট্রেলিয়া)।

⇒ প্রথম টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন : ভারত (রানার্সআপ পাকিস্তান)।

⇒ টুয়েন্টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয় বছর পর পর : দুই বছর।

⇒ চতুর্থ টুয়েন্টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে : শ্রীলংকায়, ২০১২ সালে।

⇒ টুয়েন্টি২০ বিশ্বকাপে ক্রিকেটের সর্বাধিক রানের অধিকারী : মাহেলা জয়াবর্ধানে (শ্রীলংকা)।

⇒ টুয়েন্টি২০ বিশ্বকাপে ক্রিকেটের সর্বাধিক উইকেট শিকারী : শহীদ আফ্রিদি (পাকিস্তান)।

এশিয়া কাপ ক্রিকেট

⇒ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (ACC) প্রতিষ্ঠাতা লাভ করে : ১৯৮৩ সালে।

⇒ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (ACC)-এর সদস্য : ২২টি।

⇒ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (ACC)-এর সদর দপ্তর : কুয়ালামপুর, মালয়েশিয়া।

⇒ প্রথম এশিয়া কাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৮৩-৮৪ সালে (চ্যাম্পিয়ন ভারত)।

⇒ ২০১০ সালে এশিয়া কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয় : ভারতে।

১৯তম বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১০:

- ⇒ ১৯তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় : ১১ জুন-১১ জুলাই ২০১০; দক্ষিণ আফ্রিকা।
- ⇒ ১৯তম বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় : ১১ জুলাই ২০১০, জোহানেসবার্গ (সকার সিটি স্টেডিয়াম)
- ⇒ ১৯তম বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয় : স্পেন (রানার্সআপ নেদারল্যান্ডস)।
- ⇒ ২০১০ সালের বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার 'এডিডাস গোল্ডেন বল' লাভ করেন : দিয়েগো ফোরলান, উরুগুয়ে।
- ⇒ ২০১০ সালের বিশ্বকাপের সেরা গোলদাতার পুরস্কার 'এডিডাস গোল্ডেন সু' লাভ করেন : থমাস মুলার, জার্মানি (৫টি গোল)।
- ⇒ ২০১০ সালের সেরা তরুণ বা উদীয়মান ফুটবলার : থমাস মুলার, জার্মানি।
- ⇒ ২০১০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম গোল করেন : সফিউই শাবালালা।
- ⇒ ২০১০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন : গঞ্জালো হিগুয়াইন।

ফুটবল এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ⇒ ফুটবল খেলার জন্ম : চীনে।
- ⇒ বিশ্বের প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাবের নাম : ইংল্যান্ডের শেফিল্ড ফুটবল ক্লাব (প্রতিষ্ঠা ২৪ অক্টোবর, ১৮৫৭)।
- ⇒ বিশ্ব ফুটবলের প্রধান সংস্থার নাম : ফিফা (FIFA)।
- ⇒ FIFA-এর পূর্ণরূপ : Federation of International Football Association.
- ⇒ FIFA-জন্মলাভ করে : ২১ মে ১৯০৪, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে।
- ⇒ ফিফার সদর দপ্তর অবস্থিত : জুরিখ, সুইজারল্যান্ড।
- ⇒ সরকারিভাবে কখন ফুটবল খেলা অলিম্পিক অন্তর্ভুক্ত হয় : ১৯০৮ সালে, লন্ডন অলিম্পিকে (উল্লেখ্য, ১৯০০ ও ১৯০৪ সালে অলিম্পিকে ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় ক্লাব পর্যায়ে)।
- ⇒ ফিফার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ : ৭টি। যথা : বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড।
- ⇒ ফিফার বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ২০৮টি।
- ⇒ ফিফার সভাপতি : সেপ ব্লাটার সুইজারল্যান্ড ৮ জুন ১৯৯৮-বর্তমান।

বিশ্বকাপ ফুটবল:

- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা শুরু হয় : ১৯৩০ সালে।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলের বর্তমান ট্রফির নাম : ফিফা ট্রফি। সরকারি নাম 'ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ'।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় : ৪ বছর পর পর।
- ⇒ 'গোল্ডেন বল' রীতি চালু হয় : ১৯৮২ সালে স্পেন বিশ্বকাপে।
- ⇒ 'গোল্ডেন বুট বা সু' পুরস্কার চালু করা হয় : ১৯৩০ সালে।
- ⇒ 'গোল্ডেন বুট বা সু' পুরস্কারের নাম 'এডিডাস গোল্ডেন সু' নামকরণ করা হয় : ১৯৮২ সালে।
- ⇒ 'টোটাল ফুটবলের জনক' বলা হয় : নেদারল্যান্ডসের রাইনাস মিশেলসকে।
- ⇒ জুলে রিমে কাপ তৈরি করা হয় : ১৯৩০।
- ⇒ জুলে রিমে কাপের ভাস্কর : অ্যাবেল লাক্সেউর, ফ্রান্স।
- ⇒ বিশ্বকাপের চূড়ান- পর্বে অংশগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম দেশ : মিশর (১৯৩৮ সালে)।
- ⇒ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ তৈরি হয় : ১৯৭৩ সালে।
- ⇒ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের ভাস্কর : সিলভিও গাজ্জানিগা, ইতালি।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম ম্যাচ কোন দুটি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় : ফ্রান্স-মেক্সিকো (মন্টেভিডিও, উরুগুয়ে; ১৩ জুলাই ১৯৩০)।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম অফিসিয়াল বলের নাম : টেলস্টার (Telstar), ১৯৭০।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম মাসকটের নাম : ওয়ার্ল্ড কাপ উইলি (Willi); ইংল্যান্ড ১৯৬৬।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম গোলদাতা : লুই লরেন্ট (ফ্রান্স), বিপক্ষ মেক্সিকো; ১৩ জুলাই ১৯৩০।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম এশীয় দেশ হিসেবে মূল পর্বে অংশগ্রহণ করে কোন দেশ : ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ (বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া); ১৯৩৮।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে জার্সিতে প্রথম নম্বরের ব্যবহার শুরু হয় : ১৯৩৮।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিক অংশগ্রহণকারী দেশ : ব্রাজিল; ১৯ বার।

- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবল কোন কোন বছর অনুষ্ঠিত হয়নি : ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিকবার বিজয়ী হয় : ব্রাজিল। পাঁচবার (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪ ও ২০০২)।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিক ম্যাচে অংশগ্রহণকারী : লোথার ম্যাথিউস (জার্মানি); ২৫টি।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় : নরম্যান হোয়াইনসাইট (উত্তর আয়ারল্যান্ড); ১৭ বছর ৪১ দিন।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক : টর্মি নিয়োলা (যুক্তরাষ্ট্র); ২১ বছর ১০৯ দিন; ১৯৯০।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় : রজার মিলা (ক্যামেরুন); ৪২ বছর ৩৯ দিন।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিক গোলদাতা : রোনালদো (ব্রাজিল); ১৫টি।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে এক ম্যাচে সর্বাধিক গোলদাতা : ওলেগ সালেস্কো (রাশিয়া); ৫টি বিপক্ষে ক্যামেরুন; ১৯৯৪।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম হ্যাটট্রিককারী : বার্ট পাতেনাউদে (যুক্তরাষ্ট্র), ১৭ জুলাই ১৯৩০; বিপক্ষে প্যারাগুয়ে।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিক হ্যাটট্রিককারী : ২টি করে ৪ জন; স্যান্ডর ককসিস (হাঙ্গেরি, ১৯৫৪); জাষ্ট ফন্টেইন (ফ্রান্স, ১৯৫৮); গার্ড মুলার (পশ্চিম জার্মানি, ১৯৭০) এবং গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা (আর্জেন্টিনা, ১৯৯৪ ও ১৯৯৯)।
- ⇒ বিশ্বকাপের ফাইনালে একমাত্র হ্যাটট্রিককারী : ইংল্যান্ডের জিওফ হার্ট। ১৯৬৬ সালে পশ্চিম জার্মানির বিপক্ষে।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে ২০০০তম গোল করেন : মার্কাস এলব্যাক, সুইডেন (২০০৬ সালে, বিপক্ষে ইংল্যান্ড)।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা : পেলে (ব্রাজিল, ১৯৫৮); ১৭ বছর ২৩৯ দিন, বিপক্ষে ওয়েলস।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে বয়োজ্যেষ্ঠ গোলদাতা : রজার মিলা (ক্যামেরুন, ১৯৯৪); ৪২ বছর ৩৯ দিন, বিপক্ষে রাশিয়া।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে দ্রুততম গোলদাতা : হাকান সুকুর (তুরস্ক ২০০২); ১১ সেকেন্ডে; বিপক্ষে দক্ষিণ কোরিয়া।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ান কোচ : ২ বার; ভিন্সেঞ্জো পিজো (ইতালি, ১৯৩৪-১৯৩৮)।
- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন : মারিও জাগালো (ব্রাজিল) ও ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার (পশ্চিম জার্মানি)।
- ⇒ ২০তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে : ২০১৪ সালে, ব্রাজিল।

ফিফা ব্যালন ডি'অর এওয়ার্ড (Award):

- ⇒ ফিফা বর্ষসেরা পুরস্কার চালু হয় : ১৯৯১ সালে (মহিলা বর্ষসেরা শুরু হয় ২০০১ সালে)।
- ⇒ ফিফা বর্ষসেরা পুরস্কারের বর্তমানের নাম : ফিফা ব্যালন ডি'অর এওয়ার্ড।
- ⇒ ফিফা ব্যালন ডি'অর অ্যাওয়ার্ড নামকরণ করা হয় দুটি পুরস্কারকে একীভূত করে : ফিফা বর্ষসেরা ও ব্যালন ডি'অর এওয়ার্ড।
- ⇒ ডফফা ব্যালন ডি'অর এওয়ার্ড প্রদান করা হবে : ২০১১ সালে।
- ⇒ ব্যালন ডি'অর : ফ্রান্সের বিখ্যাত ফুটবল ম্যাগাজিন।
- ⇒ ব্যালন ডি'অর এওয়ার্ড চালু হয় : ১৯৫৬ সালে।
- ⇒ প্রথম ব্যালন ডি'অর এওয়ার্ড জয় করেন : স্যার স্ট্যানলি ম্যাথুজ (ইংল্যান্ড)।
- ⇒ প্রথম ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলার (পুরুষ) : জার্মানির লোথার ম্যাথিউস।
- ⇒ সর্বাধিক ৩ বার ফিফা বর্ষসেরা হন : জিনেদিন জিদান (ফ্রান্স) ও রোনালদো (ব্রাজিল)।
- ⇒ ২০০৯ সালে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার : লায়নেল মেসি (আর্জেন্টিনা)।

একনজরে ফিফা বর্ষসেরা:

- ⇒ ২০০৭ সালের ফিফা বর্ষসেরা (পুরুষ) : কাফা, ব্রাজিল।
- ⇒ ২০০৮ সালের ফিফা বর্ষসেরা (পুরুষ) : ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, পর্তুগাল।
- ⇒ ২০০৯ সালের ফিফা বর্ষসেরা (পুরুষ) : লায়নেল মেসি, আর্জেন্টিনা।
- ⇒ ২০০৭ সালের ফিফা বর্ষসেরা (মহিলা) : মার্তা, ব্রাজিল।
- ⇒ ২০০৮ সালের ফিফা বর্ষসেরা (মহিলা) : মার্তা ব্রাজিল।
- ⇒ ২০০৯ সালের ফিফা বর্ষসেরা (মহিলা) : মার্তা ব্রাজিল।

বিশ্বকাপের মাসকট:

- ⇒ ১৯৬৬ সাল থেকে বিশ্বকাপ ফুটবলে মাসকটের প্রচলন হয়।
- ⇒ ২০১০ সালের জাকুমি বিশ্বকাপের মাসকট।
- ⇒ বিশ্বকাপের বল ২০১০ সালের জাবুলানি।
- ⇒ বিশ্বকাপের অফিসিয়াল সঙ্গীত ও শিল্পী : ২০১০ সালের Waka Waka শাকিরা ও ব্যান্ড দল 'ফ্রেশলিগ্রাউন্ড'।

এডিডাস গোল্ডেন বল:

- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে সেরা খেলোয়াড়কে পুরস্কার দেয়া হয় : এডিডাস গোল্ডেন বল।
- ⇒ বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয় : বিশ্বকাপের কাভার করা সাংবাদিকদের ভোটে।
- ⇒ সেরা খেলোয়াড়কে ফিফা 'এডিডাস গোল্ডেন বল' প্রদান শুরু করে : ১৯৮২ সালে।
- ⇒ গোল্ডেন বল লাভ করেন

--২০০২ সালের অলিভার কান জার্মানি।

--২০০৬ সালের জিনেদিন জিদান ফ্রান্স।

--২০১০ দিয়েগো ফোরলান উরুগুয়ে।

এডিডাস গোল্ডেন সু:

- ⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতাকে কোন পুরস্কার দেয়া হয় :এডিডাস গোল্ডেন সু।
- ⇒ এডিডাস গোল্ডেন সু লাভ করেন

--২০০২ সালের রোনালদো (ব্রাজিল) ৮টি গোল করেন।

--২০০৬ সালের মিরোস্তাভ ক্লোসা (জার্মানি) ৫টি গোল করেন।

--২০১০ সালের থমাস মুলার (জার্মানি) ৫টি গোল করেন।

এডিডাস গোল্ডেন গ্লাভ:

⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে সেরা গোলরক্ষককে কোন পুরস্কার দেয়া হয় : এডিডাস গোল্ডেন গ্লাভ।

⇒ এডিডাস গোল্ডেন গ্লাভ লাভ করেন

--২০০২ সালের অলিম্পিক কান (জার্মানি) বিজয়ী হন।

--২০০৬ সালের জিয়ানলুইজি বুফন (ইতালি) বিজয়ী হন।

--২০১০ সালের ইকার ক্যাসিয়াস (স্পেন) বিজয়ী হন।

এডিডাস বেষ্ট ইয়াং প্লেয়ার:

⇒ বিশ্বকাপ ফুটবলে ২১ বছরের কম বয়সী সেরা তরুণ খেলোয়াড়কে কোন পুরস্কার দেয়া হয় : এডিডাস বেষ্ট ইয়াং প্লেয়ার (প্রবর্তন ২০০৬ বিশ্বকাপ থেকে)।

⇒ এডিডাস বেষ্ট ইয়াং প্লেয়ার লাভ করেন

--২০০৬ সালে প্রথম সেরা তরুণ বা উদীয়মান খেলোয়াড় নির্বাচিত হন : লুকাস পোডোলস্কি, জার্মানি।

--২০১০ সালের সেরা তরুণ বা উদীয়মান ফুটবলার : থমাস মুলার, জার্মানি।

ফেয়ার প্লে ট্রফি:

বিশ্বকাপ ফুটবলে সবচেয়ে ভালো খেলা দলকে কোন পুরস্কার দেয়া হয় : ফেয়ার প্লে ট্রফি।

⇒ ফেয়ার প্লে ট্রফি লাভ করে

২০০৬ সালে ব্রাজিল/স্পেন।

২০১০ সালে স্পেন।

মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবল:

⇒ প্রথম মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৯১ সালে (চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্র)।

⇒ ২০০৭ সালে পঞ্চম মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবল-এ চ্যাম্পিয়ন হয় : জার্মানি।

⇒ ২০১১ সালে ষষ্ঠ মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে : জার্মানি।

ফিফা কনফেডারেশন কাপ:

⇒ প্রথম ফিফা কনফেডারেশন কাপ অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৯২ সালে (চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা)।

⇒ ফিফা কনফেডারেশন কাপের পূর্বনাম : কিং ফাহাদ কাপ (১৯৯৭ সালের নাম পরিবর্তন করা হয়)।

⇒ ২০০৫ সাল থেকে ফিফা কনফেডারেশন কাপ অনুষ্ঠিত হয় বছর পর পর : ৪ বছর।

⇒ ফিফা কনফেডারেশন কাপে অংশগ্রহণকারী দল : ৮টি।

⇒ ফিফা কনফেডারেশন কাপে অংশগ্রহণকারী দল : ছয় মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন দল, স্বাগতিক দেশ ও ফিফা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দল।

⇒ ২০০৯ সালে অষ্টম ফিফা কনফেডারেশন কাপ-এ চ্যাম্পিয়ন হয় : ব্রাজিল।

⇒ ২০১৩ সালে নবম ফিফা কনফেডারেশন কাপ অনুষ্ঠিত হবে : ব্রাজিলে।

বিশ্ব যুব ফুটবল:

⇒ বিশ্ব যুব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ বা ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ শুরু হয় : ১৯৭৭ সালে, তিউনিশিয়া।

⇒ প্রথম বিশ্ব যুব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয় : সোভিয়েত ইউনিয়ন।

⇒ ১৮তম বিশ্ব যুব ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে : ২০১১ সালে, কলম্বিয়া।

⇒ ২০০৯ সালে বিশ্ব যুব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হয় : যথাক্রমে ঘানা ও ব্রাজিল।

এশিয়া কাপ ফুটবল:

⇒ প্রথম এশিয়া কাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৫৬ সালে (চ্যাম্পিয়ন দ. কোরিয়া)।

⇒ এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের বর্তমান সদস্য : ৪৬ (সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া, ১ জানুয়ারি ২০০৬)।

⇒ ২০০৭ সালের ১৪তম এশিয়া কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয় : ইরান।

⇒ ২০১১ সালের ১৫তম এশিয়া কাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে : কাতার।

ইউরো ফুটবল:

- ⇒ ইউনিয়ন অব ইউরোপীয় ফুটবল এসোসিয়েশন (UEFA) গঠিত হয় : ১৫ জুন ১৯৫৪ সালে।
- ⇒ ইউরোপীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম আসরের নাম : ইউরোপীয় নেশন্স কাপ।
- ⇒ প্রথম ইউরো ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৬০ সালে, ফ্রান্সে (চ্যাম্পিয়ন সোভিয়েত ইউনিয়ন)।
- ⇒ ইউরো ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ হয় বছর: ৪ বছর পর পর
- ⇒ ২০১২ সালের ইউরো ফুটবলের আয়োজন : পোল্যান্ড ও ইউক্রেন (২০১৬ সালে ফ্রান্স)।

কোপা আমেরিকা কাপ:

- ⇒ কোপা আমেরিকা কাপ শুরু হয় : ১৯১৬ সালে।
- ⇒ কোপা আমেরিকা কাপের আয়োজক : CONMEBOL.
- ⇒ CONMEBOL ফেডারেশনভুক্ত সদস্য দেশ : ১০টি; আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, পেরু, উরুগুয়ে ও ভেনিজুয়েলা।
- ⇒ ২০০৭ সালে ৪২তম কোপা আমেরিকা কাপ চ্যাম্পিয়ন হয় : ব্রাজিল (রানার্সআপ আর্জেন্টিনা)।
- ⇒ ২০১১ সালে ৪৩ তম কোপা আমেরিকা কাপ অনুষ্ঠিত হবে : আর্জেন্টিনায়।

আফ্রিকান নেশন কাপ:

- ⇒ আফ্রিকা মহাদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের নাম : আফ্রিকান নেশন কাপ।
- ⇒ প্রথম আফ্রিকান নেশন কাপ অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৫৭ সালে, সুদানে (চ্যাম্পিয়ন মিশর)।
- ⇒ ২০১০ সালের আফ্রিকান নেশন চ্যাম্পিয়ন হয় : মিশর (রানারআপ ঘানা)।
- ⇒ আফ্রিকান নেশন কাপের পরবর্তী আসর অনুষ্ঠিত হবে : যথাক্রমে ২০১২ সালে যৌথভাবে গ্যাবন ও নিরক্ষীয় গিনি এবং ২০১৪ সালে লিবিয়ায়।

কনকাকফ গোল্ড কাপ:

- ⇒ কনকাকফ গোল্ড কাপের পূর্বনাম : কনকাকফ চ্যাম্পিয়নশিপ।

⇒ কনকাকাফ গোল্ড কাপ প্রথম অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৯১ সালে।

⇒ ২০০৯ সালে কনকাকাফ গোল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং চ্যাম্পিয়ন হয় : যুক্তরাষ্ট্রে, ৩-২৬ জুলাই ২০০৯; চ্যাম্পিয়ন মেক্সিকো।

অলিম্পিক গেমসঃ

⇒ অলিম্পিক গেমসের সূচনা হয় : খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে গ্রিসে।

⇒ প্রাচীন অলিম্পিকের ব্যাপ্তিকাল : খ্রিষ্টপূর্ব ৭৭৬ থেকে ৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

⇒ প্রাচীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় : খ্রিষ্টপূর্ব ৭৭৬ সালে।

⇒ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রতিষ্ঠা হয় : ২৩ জুন ১৮৯৪ সালে (প্যারিস, ফ্রান্স)।

⇒ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল : ৪ বছর।

আধুনিক অলিম্পিক গেমস এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

⇒ আধুনিক অলিম্পিকের জন্ম : ১৮৯৬ সালে।

⇒ IOC-এর পূর্ণরূপ : International Olympic Committee .

⇒ বিশ্ব অলিম্পিকের প্রতীক : পরস্পর সংযুক্ত ৫টি রঙের বৃত্ত।

⇒ আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক : ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তা (ফ্রান্স)।

⇒ IOC-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ২০৫।

⇒ IOC-এর সদর দপ্তর : লুজান, সুইজারল্যান্ড।

⇒ অলিম্পিক গেমসের অফিসিয়াল ভাষা : ইংরেজি ও ফরাসি।

⇒ অলিম্পিক জাদুঘর অবস্থিত : লুজান, সুইজারল্যান্ড।

⇒ আধুনিক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ৪ বছর পর পর।

⇒ প্রথম আধুনিক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল : এথেন্স, গ্রিস।

⇒ আধুনিক অলিম্পিকের অপর নাম : গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক।

⇒ অলিম্পিক পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় : এন্টওয়ার্প অলিম্পিকে (১৯২০ সালে)।

- ⇒ অলিম্পিক পতাকার পরিকল্পনাকারী : ব্যারন পিয়ারে দ্য কুবার্তা।
- ⇒ অলিম্পিক শিকার প্রবর্তন হয় : ১৯২৮ সালে, আমস্টারডাম অলিম্পিক থেকে।
- ⇒ অলিম্পিক পতাকায় রং রয়েছে : লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ও কালো।
- ⇒ বৃত্তগুলোর রং দ্বারা কোন মহাদেশে বোঝায় : হলুদ-এশিয়া; নীল-ইউরোপ; কালো-আফ্রিকা; সবুজ-ওশেনিয়া ও লাল-আমেরিকা।
- ⇒ অলিম্পিক ম্যারাথনের দৈর্ঘ্য : ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ।
- ⇒ ১৯২৮ সালে অলিম্পিকে প্রথম নারী অংশগ্রহণ করেন।
- ⇒ প্রথম আধুনিক অলিম্পিকে ১৩টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল।
- ⇒ শীতকালীন অলিম্পিক শুরু হয় : ১৯২৪ সাল (ফ্রান্সের চ্যামোনিব্রে)।
- ⇒ আটলান্টা অলিম্পিক ১৯৯৬-এ কয়টি নতুন খেলা অন্তর্ভুক্ত হয় : ১১টি।
- ⇒ এশিয়ার কোন দেশের ক্রীড়াবিদ অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণ জিতেন : জাপান।
- ⇒ প্রতিবন্ধীদের জন্য যেআন্তর্জাতিক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় তার নাম : প্যারা অলিম্পিক।
- ⇒ সিডনি অলিম্পিকে নতুন সংযোজিত ইভেন্ট : সিনক্রোনাইজড সাঁতার।
- ⇒ ২০০৮ সালের অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় : বেইজিং, চীন।
- ⇒ ২০১২ সালের অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে : ২৭ জুলাই-১২ আগস্ট, লন্ডন, ইংল্যান্ড।
- ⇒ এশিয়ায় সর্বপ্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৬৪ সালে, জাপানের টোকিওতে।
- ⇒ স্পেশাল অলিম্পিকের সূচনা করেন : ইউনাইস কেনেডি শাইভার (যুক্তরাষ্ট্র)।
- ⇒ স্পেশাল অলিম্পিকের মূলমন্ত্র : সাহস, অংশীদারিত্ব, দক্ষতা ও আনন্দ।
- ⇒ ২০০৭ সালের স্পেশাল অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ০২-১১ অক্টোবর; সাংহাই, চীন।
- ⇒ প্রথম শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ১৯২৪ সালে, চ্যামোনিব্রে, ফ্রান্স।
- ⇒ ২১তম শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ২০১০ সালে, ভানকুভার, কানাডা।
- ⇒ ২২তম শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ২০১৪ সালে, সোচি, রাশিয়া।

⇒ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে কোন কোন সালে অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়নি : ১৯৪০ এবং ১৯৪৪ সালে।

⇒ প্রথম গ্রীষ্মকালীন প্যারা-অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ১৮-২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬০; রোম, ইতালি।

⇒ ত্রয়োদশ গ্রীষ্মকালীন প্যারা-অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ৬-১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮; বেইজিং, চীন।

⇒ চতুর্দশ গ্রীষ্মকালীন প্যারা-অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে : ২৯ আগস্ট-৯ সেপ্টেম্বর ২০১২; লন্ডন, ব্রিটেন।

⇒ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট : জ্যাক রোগে বেলজিয়াম ২০০১ বর্তমান।

⇒ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের মাসকট : ফুয়া ২০০৮।

⇒ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের মাসকট : ওয়েনলক ২০১২।

⇒ অলিম্পিকের ২৮তম আয়োজন, ভেন্যু ২০০৪ এথেন্স, গ্রিস ও ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।

⇒ অলিম্পিকের ২৯তম আয়োজন, ভেন্যু ২০০৮ বেইজিং, চীন ও ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।

২৯তম বেইজিং অলিম্পিক ২০০৮

⇒ ২৯তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় : ৮-২৪ আগস্ট ২০০৮; বেইজিং, চীন।

⇒ বেইজিং অলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ন বা সর্বাধিক স্বর্ণ পদক লাভ করে কোন দেশ : চীন (স্বর্ণ ৫১, রৌপ্য ২১ এবং ব্রোঞ্জ ২৮)।

⇒ বেইজিং অলিম্পিকে ক্রীড়ার সংখ্যা : ২৮টি।

⇒ বেইজিং অলিম্পিকে ইভেন্ট ছিল : ৩০২টি।

⇒ বেইজিং অলিম্পিকে মোট পদক ছিল : ৯৫৮টি (স্বর্ণ ৩০২, রৌপ্য ৩০৩, ব্রোঞ্জ ৩৫৩টি)।

⇒ এক অলিম্পিকে সর্বোচ্চ স্বর্ণপদক বিজয়ী : মাইকেল ফেলপস্, যুক্তরাষ্ট্র (৮টি)।

⇒ বেইজিং অলিম্পিকের ফাইন আর্টস ২০০৮-এ স্বর্ণপদক জয়ী বাংলাদেশী : চিত্রশিল্পী খালিদ মাহমুদ মিঠু ও কনকচাপা চাকমা।

⇒ বেইজিং অলিম্পিকে দ্রুততম মানব ও মানবী হন : যথাক্রমে উসাইন বোল্ট (জ্যামাইকা) ও শেলী এন ফ্রেজার (জ্যামাইকা)।

⇒ ২৯তম অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী দেশ : ২০৫টি।

⇒ ২৯তম অলিম্পিকের স্লোগান : One World, One Dream.

সাউথ এশিয়ান গেমস:

- ⇒ প্রথম সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় : কাঠমান্ডু (নেপাল)।
- ⇒ সাফ গেমসের বর্তমান নাম : সাউথ এশিয়ান গেমস (২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে)।
- ⇒ প্রথম সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৮৪ সালে।
- ⇒ সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় : ২ বছর পর পর।
- ⇒ সাউথ এশিয়ান গেমসে প্রথম ক্রিকেট অনর্-ভুক্ত হয় : ২০১০ সালে।
- ⇒ SAFFএর আদর্শ : Strength in Unity

এশিয়ান গেমস :

- ⇒ এশিয়া মহাদেশভিত্তিক সর্ববৃহৎ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম : এশিয়ান গেমস।
- ⇒ প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৫১ সালে, ভারতের দিল্লিতে।
- ⇒ ১৬তম ২০১০ বছর ভেন্যু গুয়াংজু দেশ চীন।
- ⇒ ১৭তম ২০১৪ বছর ভেন্যু ইনচিয়ন দ. কোরিয়া।

পঞ্চদশ এশিয়ান গেমস ২০০৬:

- ⇒ পঞ্চদশ এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয় : ১-১৫ ডিসেম্বর ২০০৬; দোহা, কাতার।
- ⇒ পঞ্চদশ এশিয়ান গেমসে সর্বোচ্চ পদক লাভকারী দেশ : চীন, ৩১৬টি (স্বর্ণ ১৬৫, রৌপ্য ৮৮ ও ব্রোঞ্জ ৬৩টি)।
- ⇒ পঞ্চদশ এশিয়ান গেমস-এর মাসকট : অঁরি।
- ⇒ পঞ্চদশ এশিয়ান গেমস-এ দ্রুততম মানব ও মানবী : মানব ইয়াহিয়া হাসান হাবীব (সৌদি আরব) ও মানবী গুজেল খুবিয়েভা (উজবেকিস্তান)।

কমনওয়েলথ গেমস:

⇒কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম : কমনওয়েলথ গেমস।

⇒প্রথম কমনওয়েলথ গেমস শুরু হয় : ১৯৩০ সালে।

⇒কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় : ৪ বছর পর পর ।

⇒কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম মাসকট নির্বাচন করা হয় : ১৯৭৮ সালে।

⇒১৯তম কমনওয়েলথ গেমস পর্যন- নির্বাচিত মাসকটগুলো : কিয়ানো (১৯৭৮), দাতিলদা (১৯৮২), ম্যাক (১৯৮৬), ⇒গোলদি (১৯৯০), ক্লি উইক (১৯৯৪), উইরা (১৯৯৮), কিট (২০০২), কারাক (২০০৬) ও শেরা (২০১০)।

⇒উনবিংশতম কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় ২০১০ সালে ভারতের দিল্লিতে।

⇒বিশতম কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হবে ২০১৪ সালে স্কটল্যান্ড এর গ্লাসগোতে ।

⇒কমনওয়েলথ গেমস ২০১০

--১৯তম কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় :

--৩-১৪ অক্টোবর ২০১০; নয়াদিল্লি, ভারত।

--১৯তম কমনওয়েলথ গেমস-এর থিম সং : Jiyo Utho Badho jeeto (গীতিকার ও শিল্পী এআর রহমান)।

--২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে শীর্ষ পদক লাভকারী দেশ : অস্ট্রেলিয়া।

--১৯তম কমনওয়েলথ গেমস-এ অংশগ্রহণকারী দেশ ও ইভেন্ট : দেশ ৭১টি ও ইভেন্ট ২৬০টি (মোট পদক ৮১৮টি)।

--১৯তম কমনওয়েলথ গেমস-এ প্রথম স্বর্ণপদকজয়ী : নোয়াওকোলা অগাষ্টিনা এনকেম (নাইজেরিয়া)।

--১৯তম কমনওয়েলথ গেমস-এর দ্রুততম মানব : লেরন ক্লার্ক (জ্যামাইকা)।

এক নজরে সাউথ এশিয়ান গেমস:

--দশম সাফ গেমস ২০০৬ অনুষ্ঠিত হয় কলম্বো, শ্রীলংকায়। ২০০৬ সালের মাসকট হল 'ওয়ালি কুকু লা' (বন মোরগ)।

--একাদশ সাফ গেমস ২০১০ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা, বাংলাদেশে। ২০১০ সালের মাসকট হল 'কুটুশ্ব' (দোয়েল)।

⇒ সাফ ফুটবল

--দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা সার্ক গোল্ডকাপ শুরু হয় : ১৯৯৩ সালে (ভারতে)।

--সার্ক গোল্ডকাপের নাম পরিবর্তন করে সাফ গোল্ডকাপ করা হয় : ১৯৯৫ সালে, শ্রীলংকায়।

--সাফ গোল্ডকাপ এর বর্তমান নাম : সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ (১৯৯৭ সালে নামকরণ করা হয়)।

--যৌথ আয়োজনে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় : ২০০৮ সালে।

--সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় : দু'বছর পর পর।

⇒ সাফ গেমস ফুটবলের রোল অব অনার

--২০০৬ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে ফুটবলে পাকিস্তান স্বর্ণজয়ী, শ্রীলংকা রৌপজয়ী ও নেপাল ব্রোঞ্জজয়ী হয়।

--২০১০ সালে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে ফুটবলে বাংলাদেশ স্বর্ণজয়ী, আফগানিস্তান রৌপজয়ী ও মালদ্বীপ ব্রোঞ্জজয়ী হয়।

⇒ সাফ গেমস ক্রিকেটের রোল অব অনার

--২০১০ সালে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে ক্রিকেটে বাংলাদেশ স্বর্ণজয়ী, শ্রীলংকা রৌপজয়ী ও পাকিস্তান ব্রোঞ্জজয়ী।

⇒ ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমস ২০১০

--২০১০ সালে সাউথ এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ স্বর্ণ ১৮, রৌপ্য ২৩ ও ব্রোঞ্জ ৫৬ মোট ৯৭টি পদক লাভ করে।

--১১তম সাউথ এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয় : ২৯ জানুয়ারি-৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০ ঢাকায়।

--১১তম সাউথ এশিয়ান গেমসে সর্বাধিক পদক লাভ করে : ভারত (৯০টি, স্বর্ণসহ ১৭৪টি পদক)।

--১১তম সাউথ এশিয়ান গেমসে দ্রুততম মানব : সেহান সারোয়ান (শ্রীলংকা)।

--১১তম সাউথ এশিয়ান গেমসে দ্রুততম মানবী : নাসিম হামিদ (পাকিস্তান)।

কাবাডি খেলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

⇒ কাবাডি খেলা সর্বপ্রথম শুরু হয় : ভারতে।

⇒ কাবাডি খেলায় প্রতিদলে খেলোয়াড় : ১২ জন।

⇒ প্রথম এশিয়ান কাবাডি টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় : কোলকাতায় (১৯৮০ সালে)।

⇒ এশিয়ান গেমসে প্রথম কাবাডি অন্তর্ভুক্ত হয় : ১৯৯০ সালে।

⇒ কাবাডি খেলা সাফ গেমসের অন্তর্ভুক্ত করা হয় : ঢাকা সাফ গেমসে (১৯৮৫ সালে)।

⇒ বাংলাদেশের জাতীয় খেলার নাম : কাবাডি।

⇒ কাবাডি খেলায় মাঠের পরিমাপ : ১২.৫ মিটার বাই ১০ মিটার।

⇒ কাবাডি খেলায় ব্যবহৃত শব্দ : লোনা, লবি ইত্যাদি।

⇒ প্রথম বিশ্বকাপ কাবাডি অনুষ্ঠিত হয় : ১৯-২১ নভেম্বর ২০০৪; ভারতে।

⇒ প্রথম বিশ্বকাপ কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হয় : যথাক্রমে ভারত ও ইরান।

জিমন্যাস্টিক:

⇒ আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক ফেডারেশন গঠিত হয় : ১৮৮১ সালে লেইজ, বেলজিয়াম।

⇒ জিমন্যাস্টিক অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত হয় : ১৮৯৬ সালে।

সাঁতার:

⇒ সাঁতারকে একটি খেলা হিসেবে পরিচিত করেন : জাপানের সম্রাট সুইজিন (৩৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে)।

⇒ সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় : ১৮৪৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে।

⇒ অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো সাঁতার অন্তর্ভুক্ত হয় : ১৮৯৬ সালে, এথেন্সে।

⇒ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাঁতার নিয়ন্ত্রণ করে : Federation International de Nation Amateurs.

⇒ অলিম্পিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় নারীরা অংশ নেয় : ১৯১২ সালে।

⇒ আন্তর্জাতিক সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা শুরু হয় : ১৯৭৩ সালে।

⇒ বিশ্ব সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে সবচেয়ে বেশি পদক জয় করেন : সাবেক পূর্ব জার্মানির এন্ডার।

⇒ অলিম্পিক সাঁতারে সর্বাপেক্ষা বেশি স্বর্ণ পদক জয় করেন : মাইকেল ফেলপস (১৪টি)

⇒ সর্বপ্রথম ডুব সাঁতার দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিল : ফ্রেড ব্যালডাসারে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।

⇒ সর্বপ্রথম সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন : ম্যাথিউ ওয়েব (ইংল্যান্ড), ১৮৭৫ সালে।

⇒ সর্বপ্রথম (নারী) ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন : গারট্রুডে এডারলে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ১৯২৬ সালে।

⇒ অলিম্পিক সাঁতারে প্রথম স্বর্ণবিজয়ী : আলফ্রেড হ্যাজাস (হাঙ্গেরি), ১৮৯৬ সালে।

⇒ সর্বপ্রথম সাঁতার কেটে আটলান্টিক সাগর পাড়ি দেন : বোনোই লোকোমতে, তিনি ফ্রান্সের নাগরিক।

ভলিবল খেলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

⇒ ভলিবল খেলার উৎপত্তি : আমেরিকায়।

⇒ ভলিবল কোর্টের মাপ : ৬০ ফুট ঝ ৩০ ফুট।

⇒ মাটি থেকে ভলিবলের নেটের উচ্চতা : ৮ ফুট (প্রায়)।

⇒ ভলিবল খেলায় প্রতি দলে খেলোয়াড় থাকে : ৬ জন।

⇒ অলিম্পিকে ভলিবল অন্তর্ভুক্ত করা হয় : ১৯৬৪ সালে।

⇒ ভলিবল বিশ্ব লিগ শুরু হয় : ১৯৯০ সালে।

⇒ ভলিবল ওয়াল্ড গ্রান্ড চ্যাম্পিয়নস কাপ শুরু হয় : ১৯৯৩ সালে।

⇒ ভলিবল বিশ্বকাপ শুরু হয় : ১৯৬৫ সালে।

⇒ ভলিবল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয় : ১৯৪৯ সালে (অনুষ্ঠিত হয় ৪ বছর পর পর)।

হ্যান্ডবল খেলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

⇒ হ্যান্ডবল খেলার প্রবর্তক : হোলজার নেলসন।

⇒ হ্যান্ডবল খেলার মাঠের পরিমাপ : ৪০ * ২০ মিটার।

⇒ হ্যান্ডবল খেলার গোলপোস্টের মাপ : বিস্তার ৩ মিটার, উচ্চতা ২ মিটার।

⇒ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হ্যান্ডবল খেলার সময়সীমা : ১০ মিনিট বিরতিসহ ৭০ মিনিট।

⇒ মহিলাদের হ্যান্ডবল সর্বপ্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় : মন্ট্রিল অলিম্পিকে (১৯৭৬ সালে)।

⇒ প্রথম আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা যে দুটি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় : অস্ট্রিয়া-জার্মানীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং খেলায় অস্ট্রিয়া জয়লাভ করে।

বাস্কেটবল খেলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ⇒ বাস্কেটবলের জনক : ড. জেমস নেইল স্মিথ।
- ⇒ বাস্কেটবল খেলার সূচনা হয় : আমেরিকায়।
- ⇒ বাস্কেটবল খেলার জন্ম : ১৮৯১ সালে, যুক্তরাষ্ট্রে।
- ⇒ বাস্কেটবল কোর্টের মাপ সর্বাধিক : ৮৫ ফুট * ৪৫ ফুট।
- ⇒ বাস্কেটবলে বাস্কেটের উচ্চতা : ১০ ফুট।
- ⇒ আন্তর্জাতিক মানের একটি বাস্কেটবল ম্যাচের সময় : বিরতিসহ ৭০ মিনিট।
- ⇒ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা : ৫ জন।
- ⇒ বাস্কেটবলের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয় : ১৯৫৮ সালে।
- ⇒ বিশ্ব অলিম্পিকে বাস্কেটবল অন্তর্ভুক্ত হয় : ১৯৩৬ সালে।

দাবা খেলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ⇒ দাবা খেলার উৎপত্তি : ভারতে।
- ⇒ দাবা খেলার আদি নাম : চতুরঙ্গ।
- ⇒ বিশ্ব দাবার সর্বোচ্চ সংস্থার নাম : ফিদে (FIDE); প্রতিষ্ঠা ২০ জুলাই ১৯২৪।
- ⇒ আইসিএফ (ICF)-এর পূর্ণরূপ : ইন্টারন্যাশনাল চেস ফেডারেশন।
- ⇒ বাংলাদেশে গ্রান্ড মাস্টার খেতাব অর্জনকারী প্রথম দাবাড়ু : নিয়াজ মোর্শেদ।
- ⇒ গ্যারি কাসপারভ যে কম্পিউটারের কাছে হেরে যান তার নাম : ডিপ ব্লু।
- ⇒ দাবায় সর্বোচ্চ খেতাব : গ্রান্ড মাস্টার।
- ⇒ দাবায় প্রতি মাস্টার খেতাব অর্জনকারী উপমহাদেশের প্রথম দাবাড়ু : বিশ্বনাথ আনন্দ।
- ⇒ বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ চালু হয় : ১৮৮৬ সালে।
- ⇒ দাবায় বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ফিদে মাস্টার : নওরোজ ফারহান নূর।

মুষ্টিযুদ্ধ (বক্সিং) :

- ⇒ বক্সিংয়ের উদ্ভাবক : থিসিয়াস।
- ⇒ বক্সিংয়ে দ্য গ্রেটেস্ট বলা হয় : মোহাম্মদ আলীকে।
- ⇒ আধুনিক অলিম্পিকে মুষ্টিযুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত হয় : ১৯০৪ সালে।
- ⇒ বর্তমানে বক্সিংয়ে অবিসংবাদিত চ্যাম্পিয়ন : লেনক্স লুইস (ইংল্যান্ড)।
- ⇒ আধুনিক আইনে প্রথম বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় : ১৮৯২ সালে।
- ⇒ মুষ্টিযোদ্ধা মাইক টাইসনের বর্তমান নাম : মালিক আবদুল আজিজ।
- ⇒ ডববিসি শতাব্দীর সেরা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে পুরষকৃত করেছে : মোহাম্মদ আলীকে।
- ⇒ বক্সিংয়ে দ্রুততম দ্য কুইকেস্ট বলা হয় : মোহাম্মদ আলীর কন্যা লায়লা আলীকে।
- ⇒ মুষ্টিযুদ্ধের পিতা বলা হয় : জ্যাক ব্রাউটনকে। তিনিই প্রথম মুষ্টিযুদ্ধের নিয়ম-কানূনের প্রবর্তক।
- ⇒ বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর যে কন্যা সমপ্রতি এ পেশায় প্রবেশ করেন তার নাম : লায়লা আলী।
- ⇒ বক্সিংয়ের ইতিহাসে প্রথম নারী বনাম পুরুষ লড়াই অনুষ্ঠিত হয় : ৯ অক্টোবর ১৯৯৯।

ব্যাডমিন্টন খেলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ⇒ ব্যাডমিন্টন খেলার জন্ম : ১৮৬০ সালে।
- ⇒ ব্যাডমিন্টন খেলার উৎপত্তি : ইংল্যান্ডে।
- ⇒ ব্যাডমিন্টন (একক) কোর্টের মাপ : ৪৪ ফুট * ১৭ ফুট।
- ⇒ ব্যাডমিন্টন (দ্বৈত) কোর্টের মাপ : ৪৪ ফুট * ২০ ফুট।
- ⇒ ব্যাডমিন্টন নেটের প্রস্থ : ২১/২ ফুট।
- ⇒ BWF ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন শুরু হয় : ১৯৭৭ সালে।
- ⇒ ব্যাডমিন্টন কমনওয়েলথ গেমসে অন্তর্ভুক্ত হয় : ১৯৬৬ সালে।
- ⇒ ব্যাডমিন্টন অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয় : ১৯৯২ সালে।

- ⇒ মাটি থেকে ব্যাডমিন্টন নেটের উচ্চতা : ৫ ফুট।
- ⇒ ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন (BWF) গঠিত হয় : ১৯৩৪ সালে (সদর দপ্তর কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া)।
- ⇒ পুরুষদের আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় : টমাস কাপ।
- ⇒ বিশ্ব ব্যাডমিন্টন (নারী) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় : উবের কাপ।
- ⇒ থমাস কাপ, টেন্ডু আবদুর রহমান কাপ, বিশ্বকাপ, ইয়োনেক্স কাপ ট্রিফিগুলো কোন খেলার সাথে জড়িত : ব্যাডমিন্টন।
- ⇒ স্মেশ কথাকাটা ব্যবহৃত হয় : ব্যাডমিন্টন খেলায়।
- ⇒ উবের কাপ শুরু হয় : ১৯৫৬ সালে।
- ⇒ ব্যাডমিন্টন 'গ্রান্ডসলাম' বিজয়ী প্রথম খেলোয়াড় : ইন্দোনেশিয়ার সুশি সুসান্তি।

লন টেনিস খেলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ⇒ ফরাসি টেনিসের উদ্যোক্তা : ইংল্যান্ডের মেজর ওয়াল্টার ক্লোপটন উইংফিল্ড।
- ⇒ গ্র্যান্ডসলাম : ৪টি। যথা- ১. উইম্বলডন ২. অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ৩. ইউএস ওপেন এবং ৪. ফ্রেঞ্চ ওপেন।
- ⇒ ২০১০ উইম্বলডন টেনিসের পুরুষ ও মহিলা এককে চ্যাম্পিয়ন : যথাক্রমে রাফায়েল নাদাল (স্পেন) ও সেরেনা উইলিয়ামস (যুক্তরাষ্ট্র)।
- ⇒ মহিলা এককে সর্বাধিক শিরোপা জয় করেন : মার্টিনা নাব্রাতিলোভা (যুক্তরাষ্ট্র, ৯ বার)।
- ⇒ উইম্বলডন টেনিসের প্রথম টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় : ১৮৭৭ সালে।
- ⇒ আধুনিক টেনিসের উদ্যোক্তা : ইংল্যান্ডের মেজর ওয়াল্টার ক্লোপটন উইংফিল্ড।
- ⇒ আন্তর্জাতিক লন টেনিস ফেডারেশন গঠিত হয় : ১৯১৩ সালে প্যারিসে।
- ⇒ উইম্বলডন টেনিস গ্রাউন্ড অবস্থিত : লন্ডনের চার্চ রোডে।
- ⇒ উইম্বলডন টেনিসের প্রবর্তক : অল ইংল্যান্ড ক্লাব।
- ⇒ উইম্বলডন টেনিস প্রথম দিকে পরিচিত ছিল : অল ইংল্যান্ড টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ।
- ⇒ উইম্বলডন টেনিসে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের পোশাকের রং : অফিসিয়াল সটেনিস

- ⇒ নারী উইম্বলডন প্রতিযোগিতার অংশ নেন : ১৯৯৪ সাল থেকে।
- ⇒ উইম্বলডন টেনিসের প্রথম পুরুষ বিজয়ীর নাম : স্পেনসার গোর।
- ⇒ উইম্বলডন টেনিসের প্রথম নারী বিজয়ীর নাম : মড ওয়াটসন।

টেবিল টেনিস খেলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ⇒ টেবিল টেনিস খেলার টেবিলের মাপ : ৯ * ৫ ফুট।
- ⇒ মাটি থেকে টেবিল টেনিস খেলার টেবিলের উচ্চতা : ২১/২ ফুট।
- ⇒ বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হয় : ১৯২৬ সালে।
- ⇒ টেবিল টেনিস খেলার নেটের মাপ : ৬ ফুট * ৬১/২ ইঞ্চি।
- ⇒ বিশ্ব টেবিল টেনিস ট্রফির নাম : সোয়েথ লিং কাপ।
- ⇒ ‘এশিয়ান কাপ’, ‘উ থান্ট কাপ’ ট্রফিগুলো যে খেলার সাথে জড়িত : টেবিল টেনিস।
- ⇒ জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৭৫ সালে।

হকি খেলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ⇒ বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন খেলা : হকি।
- ⇒ হকি খেলার উৎপত্তি হয় : গ্রিসে।
- ⇒ প্রথম আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় : ১৮৯৫ সালে।
- ⇒ হকি খেলায় আম্পায়ারের সংখ্যা : ২জন।
- ⇒ হকি খেলার যাদুঘর বলা হয় : ধ্যানচাঁদকে।
- ⇒ হকি খেলার পূর্ণতা পায় : ইংল্যান্ডে।
- ⇒ হকি খেলার মাঠের আকৃতি : আয়তক্ষেত্রাকার।
- ⇒ হকি খেলার মাঠের মাপ : ১০০ গজ * ৬০ গজ।

- ⇒ হকি খেলাতে প্রতি দলে খেলোয়াড় থাকে : ১১ জন।
- ⇒ একটি হকি বলের ওজন : ৫.৭৫ আউন্স (পরিধি ২৩.৫ সেমি)।
- ⇒ হকি প্রতিযোগিতার সময় : ৩৫ মিনিট করে মারের বিরতি ছাড়া মোট ৭০ মিনিট।
- ⇒ বিশ্বকাপ হকি পরপর অনুষ্ঠিত হয় : ৪ বছর পরপর।
- ⇒ হকি খেলা অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয় : ১৯০৮ সালে (প্রথম চ্যাম্পিয়ন ভারত)।
- ⇒ বিশ্বকাপ হকি প্রথম অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৭১ সালে (চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান)।
- ⇒ ২০১০ সালের হকিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন : অস্ট্রেলিয়া (রানার্সআপ জার্মানি)।
- ⇒ প্রথম মহিলা বিশ্বকাপ হকি অনুষ্ঠিত হয় : ১৯৭৪ সালে (চ্যাম্পিয়ন নেদারল্যান্ডস)।
- ⇒ ২০০৬ সালের হকিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন : নেদারল্যান্ডস (রানার্সআপ অস্ট্রেলিয়া)।